ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 112 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১২ ● কলকাতা ● ১২ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● রবিবার ● ২৬ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের আগে আতঙ্কে সম্পাদক পরিবার — নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগে কাঠগড়ায় প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা

২৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে আবারও সামনে এল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন। অভিযোগের কেন্দ্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক সাংবাদিক পরিবার—দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে হুমকি, আক্রমণের আশঙ্কা, জমি সংক্রান্ত বিরোধ এবং রাজনৈতিক চাপের মুখে থাকা সত্ত্বেও একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা—এমনই অভিযোগ তাঁদের।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা হুমকি, ভয়ভীতি এবং শারীরিক আক্রমণের আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে নির্বাচন এলেই এই আতঙ্ক বাড়ে বহুগুণ। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের আগে এক নিকট আত্মীয়ের খুনের ঘটনাও এখনও তাঁদের মনে তাজা ক্ষত হয়ে রয়েছে। সেই ঘটনার বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন পরিবার।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার—একজন সাংবাদিক, সম্পাদক ও লেখক হিসেবে স্থানীয় স্তরে পরিচিত নাম। তিনটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে দীর্ঘদিন ধরে সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন তিনি। অভিযোগ, সেই কারণেই একাধিক প্রভাবশালী মহলের রোষানলে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কলম থামানোর জন্য হুমকি, মিথ্যা মামলায় জড়ানোর চেষ্টা—এমন অভিযোগও করেছেন তিনি।

ভোটের আগে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে বলে দাবি পরিবারের। তাঁদের বক্তব্য, "প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে বারবার। থানায় গিয়েছি, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছেও আবেদন করেছি। কিন্তু বাস্তবে কোনও নিরাপত্তা পাইনি।"

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে—যেখানে নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের আশ্বাস দিচ্ছে, সেখানে কেন এক সাংবাদিক পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না? কেন বারবার অভিযোগ জানিয়েও কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না?

প্রশাসনের তরফে যদিও এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া মেলেনি। স্থানীয় পুলিশের একাংশ জানিয়েছে, "অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" তবে পরিবারের দাবি, শুধু তদন্তের আশ্বাস নয়, প্রয়োজন অবিলম্বে কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম। সেই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাই যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তবে তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য উদ্বেগজনক। ভোটের আগে এমন অভিযোগ প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

এই প্রেক্ষাপটে মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের একটাই দাবি—

নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক, নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বরকে রক্ষা করা হোক।

পর্ব 271

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ কেবল শারীরিক স্তরে বীর্য্য নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ভাবনা থেকেও ব্রহ্মচর্য্য। আপনার চিত্তে কামনাবাসনার ভাবনাও না আসে। ব্রহ্মচর্য্যকে অনেক বিশাল স্তরে নেওয়ার আবশ্যকতা আছে।

ক্রমশঃ

বিজেপি করার অপরাধে রাস্তা বন্ধ করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ভোটের পর রাস্তা বন্ধ করা নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হল ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব কাঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মেজবিল গ্রামে। জানা গেছে,এই গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ বর্মন ভোটের কদিন আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তারপর থেকেই সেখানকার তৃণমূলীরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সেখানে খুটি লাগিয়ে বেড়া দেওয়া হয়। গ্রামের সবাই সালিশির মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টাও করেন। তবে কাজ হয়নি। শনিবার সেখানে বিজেপির নেতারা যেতেই উত্তেজনা শুরু হয়। দিলীপের অভিযোগ,আমি বিজেপি করি বলেই রাস্তা বন্ধ করা হয়। তৃণমূলের মদতে এই কাজ হয়। এদিকে একজন মহিলার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠে। তবে এদিন সেই মহিলাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। তবে মহিলার মেয়ে মালঞ্চ বর্মন পালটা বলেন,ওই ব্যক্তি আমার মাকে লাঠি,জুতো দিয়ে মারতে আসে। এটা আগে রাস্তাও ছিল না। আগে ও অন্যদিকের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত। এবার যখন এতকিছু ঝামেলা তাই এই রাস্তা আর খোলা হবে না। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য বিনা বর্মন,তিন নাম্বার মন্ডল সহ সভাপতি সুরেন সরকার,সাধারণ সম্পাদক জীবন রায় ঘটনাস্থলে ছিলেন। পঞ্চায়েত বলেন,আমরা সালিশির মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করি। তৃণমূল তা মানেনি। দিলীপ বিজেপি করে বলেই ওরা রাস্তা বন্ধ করেছে। পরে দিলিপ সোনাপুর ফাড়িতে গিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা দেয়। তবে তৃণমূল বলছে,এটা রাজনৈতিক ঝামেলা হয়। পাড়া প্রতিবেশীর ঝামেলা। এখানে বিজেপি রাজনৈতিক রং দিয়ে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

'পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছে বিজেপি, এভাবে সম্ভব না', চক্রবেড়িয়ায় সভা থামিয়ে নেমে গেলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এই সেদিনের কথা। ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশের সময় তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তৃণমূল। যা নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় হাজরায়। সেই ভবানীপুরেই, এবার মুখ্যমন্ত্রীর সভায় 'বিপত্তি'। মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁরই সভায় 'বিপত্তি'। শনিবার চক্রবেড়িয়া রোডে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী সভার অদূরেই বিজেপি-র তরফে মাইকিং শুরু করার অভিযোগ উঠল। আর এই বিশৃঙ্খলার জেরে সভার মাঝপথেই বক্তৃতা থামিয়ে দিতে বাধ্য হলেন মমতা। পুরো বিষয়টিকে 'অপমানজনক' ও প্রশাসনের 'পার্শিয়ালিটি' বলে তোপ দাগলেন তৃণমূলনেত্রী।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে চক্রবেড়িয়ার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাটকীয়। একদিকে বিজেপি সমর্থকরা স্লোগান শাউটিং করছেন, অন্যদিকে পাল্টা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন তৃণমূল সমর্থকরা। মাঝে বিশাল সংখ্যক পুলিশ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে সভা করতে আসবেন শুভেন্দু অধিকারী। সব মিলিয়ে চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে উত্তেজনা তুঙ্গে। এখন দেখার এই উত্তেজনা কতটা চড়ে।

কী ঘটেছিল?

শনিবার ভবানীপুরে নিজের কেন্দ্রের প্রচারে গিয়েছিলেন মমতা। সামনে তখন ২৫০ থেকে ৩০০ কর্মী সমর্থক। মঞ্চে ওঠার পরই সভার কিছুটা দূরে বিজেপি-র তরফে মাইকিং শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মাইকের তীব্র আওয়াজে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। চরম এই বিশৃঙ্খলার মুখে পড়ে মমতা কয়েক মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরেই সভা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর ৩ পাতায়

বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আইএমডি-র ব্যাপক তাপপ্রবাহ নির্দেশিকা জারি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীনস্থ ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) তাপপ্রবাহ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা ও পরামর্শ জারি করেছে, কারণ দেশের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উষ্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সর্বশেষ মূল্যায়ণ অনুযায়ী, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য এবং উপদ্বীপীয় ভারতের অনেক অংশে বর্তমানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ C থেকে ৪৪ C-এর মধ্যে ওঠানামা করছে, যার মধ্যে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে সর্বোচ্চ ৪৪.৫ C তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। বেশ কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ৫ C বা তারও বেশি হতে দেখা গেছে, যা দেশের বিভিন্ন অংশে একটি ক্রমবর্ধমান তাপ-জনিত সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে।

আইএমডি জানিয়েছে যে, আগামী দিনগুলোতে জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্য ভারতের বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, উপকূলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর ভারতের কিছু অংশে রাতের বেলাও উষ্ণ আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা মানুষের অস্বস্তি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তর আরও পূর্বাভাস দিয়েছে যে, ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না, এরপর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, মধ্য-ভারত এবং অন্যান্য অঞ্চলে এই পূর্বাভাস চলাকালীন সময়ে তাপমাত্রা প্রথমে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পরবর্তীতে তা আবার হ্রাস পেতে পারে।

বর্তমান ও পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে, আইএমডি তাপপ্রবাহ থেকে সুরক্ষার জন্য

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আইএমডি-র ব্যাপক তাপপ্রবাহ নির্দেশিকা জারি

বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে এবং নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। এই নির্দেশিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে — সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে দীর্ঘক্ষণ না থাকা (বিশেষ করে দুপুরের তীব্র রোদ চলাকালীন), পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করে শরীরকে সতেজ রাখা, হালকা ও বাতাস চলাচল করতে পারে এমন পোশাক পরিধান করা এবং তীব্র গরমের সময়ে বাইরে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকা। শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং আগে থেকেই বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আইএমডি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছে যে, 'হিট এক্সহশন' (তাপজনিত অবসাদ) এবং 'হিট স্ট্রোক'-এর মতো তাপ-জনিত অসুস্থতাগুলো প্রতিরোধ ও হ্রাস করার ক্ষেত্রে আগাম সচেতনতা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। আইএমডি-র দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৭ দিন ধরে একাধিক অঞ্চলে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে; বিশেষ করে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলোর কিছু অংশে:

*উত্তর-পশ্চিম ভারত (পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ)

*মধ্য-ভারত (মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিদর্ভ)

*দক্ষিণ ভারতের নির্বাচিত কিছু অঞ্চল (কেরালা ও মাহে)

এছাড়া, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশসহ উপকূলীয় রাজ্যগুলোতে আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলে রাতের বেলাও উষ্ণ আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে, যা রাতের সময়ের তাপজনিত অস্বস্তি বা 'হিট স্ট্রেস' আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাসের জন্য আইএমডি-এর ঋতু-ভিত্তিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, পূর্ব, মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব উপদ্বীপীয় অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দিন তাপপ্রবাহ চলার সম্ভাবনা রয়েছে। চলমান গ্রীষ্ম ঋতুতে অব্যাহত প্রস্তুতি এবং তাপজনিত ঝুঁকি প্রশমনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকেই এই পূর্বাভাসটি বিশেষভাবে তুলে ধরে।

আইএমডি তাপপ্রবাহ সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। এই নির্দেশিকায় 'করণীয় ও বর্জনীয়' বিষয়সমূহ, প্রস্তুতির পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নির্দেশিকাটি এই লিঙ্কে পাওয়া যাবে: https://mausam.imd.gov.in/responsive/heatwave_guidance.php। এই নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং স্থানীয় প্রশাসনকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে এবং তীব্র তাপপ্রবাহের মতো চরম আবহাওয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের সহনশীলতা ও সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা।

(২ পাতার পর)

'পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছে বিজেপি, এভাবে সম্ভব না', চক্রবেড়িয়ায় সভা থামিয়ে নেমে গেলেন মমতা

মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, "আমি সব অফিশিয়াল পারমিশন নিয়েছি। তার পরেও এই মনোভাব? ওরা পশ্চিমবঙ্গকে দখল করতে জোর করে যা করছে, তা ঠিক নয়। ওরা যদি আমার কেন্দ্রে এটা করতে পারে...!" মমতার অভিযোগ, নির্বাচনের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও বিজেপি পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছে। সভায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "কেন করবে এটা? ইলেকশনের কতগুলো রুলস আছে। যদি ওরা মিটিং করে, তবে তোমরা পাল্টা লাগিয়ে দাও। তখন পুলিশ এসে মেয়েদের ধরে এফআইআর করবে। এটা পার্শিয়ালিটি।"

"অসভ্যতামি করতে পারব না"

সভার সামনে চিৎকার-চেঁচামেচি এবং বিজেপি-র মাইকিংয়ের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মমতা উপস্থিত মানুষের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, "আমি এই অসভ্যতামি করতে পারব না। এটা খুব অপমানজনক, এটা হিউমিলেশন।" তিনি আরও বলেন, "আমি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কাল এখানে র‍্যালি করে দেব। মিটিং পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না আমাকে।"

আগামী দিনের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তৃণমূলনেত্রী ভোটারদের আর্জি জানিয়ে বলেন, "যদি পারেন, ভোটটা আমায় দেবেন। আমার সিম্বল নম্বর ২। কিন্তু এর প্রতিবাদে আপনাদের ভোটটা দিতে হবে।"

মমতা এদিন জানান, গত এক মাস ধরে তিনি রাজ্যের ২০০টি আসনের প্রচারে ব্যস্ত থাকায় নিজের কেন্দ্রে আসতে পারেননি। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় ১০০টি আসনের প্রচারে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে নিজের কেন্দ্রের সভায় এমন আচরণে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ভবানীপুরের ভোল্টেজ যে তুমুল 'হাই' তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভোটের পরই চমক! 'ভোটার স্লিপই বাঁচাবে'— বড় দাবি মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথম দফার ভোট মিটতেই রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে ফের চড়ছে উত্তাপ। বিপুল ভোটদানের পর একদিকে যেমন খুশির সুর নির্বাচন কমিশনের মুখে, অন্যদিকে দ্বিতীয় দফার জন্য নতুন করে ভোটের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসক-বিরোধী সব পক্ষ। এই আবহেই ভোটারদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ভোটার স্লিপ প্রসঙ্গে মমতা

প্রথম দফায় প্রায় ৯২.৮৮ শতাংশ ভোট পড়ার পরই ফের জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দল। এই আবহে একাধিক জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন। ভোটারদের ভোটার স্লিপ সংরক্ষণ করে রাখার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সাধারণ ভোটারদের সতর্ক করে বলেন, ভোটার স্লিপ যেন নষ্ট না করে, ফেলে না দিয়ে, যত্ন করে রেখে দেন।

ভোটার স্লিপ প্রসঙ্গ মমতা বলেন, "ভোটার স্লিপগুলি যত্ন করে রেখে দিতে হবে। এটাই প্রমাণ যে আপনি ভোট দিয়েছেন। ওরা (বিজেপি) যদি এনআরসি করতে চায়, তাহলে এই ভোটার স্লিপ দেখিয়ে আপনি বলতে পারবেন যে ভোট দিয়েছিলেন।" মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট,

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

'গঙ্গার সঙ্গে বাংলার নাড়ির টান আছে', ভোরের কলকাতায় হুগলী নদীতে ক্যামেরা হাতে নৌকাবিহারে মোদী

ভোরের কলকাতায় গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে মাতলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । শুক্রবার রাজ্যে প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই দ্বিতীয় দফার প্রচারের মাঝে শহরের নৌকাভ্রমণে বেরোলেন তিনি। এদিন সকালে হুগলি নদীর বুকে নৌকা চড়ার সময় ক্যামেরায় বন্দি করেন হাওড়া ব্রিজ ও বিদ্যাসাগর সেতুর মনোরম দৃশ্য। গঙ্গার সঙ্গে বাংলার আত্মিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "গঙ্গার সঙ্গে বাংলার নাড়ির টান ও আত্মিক যোগ রয়েছে। এই সভ্যতার ইতিহাস বহন করছে গঙ্গা। কলকাতায় এসে মা গঙ্গাকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি আপ্লুত।"

ভ্রমণের সময় প্রধানমন্ত্রীকে অত্যন্ত সহজ মেজাজে দেখা যায়। তিনি নৌকার মাঝির সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর কঠোর পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানান। নদীর পাড়ে থাকা প্রাতর্ভ্রমণকারীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি, যা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস তৈরি হয়। গঙ্গার বুক থেকেই প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়ন এবং বাঙালিদের সমৃদ্ধির অঙ্গীকার করেন।

তিনি আরও জানান যে, আগের দিন সন্ধ্যায় যে হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে তিনি রোড শো করেছিলেন, আজ গঙ্গার বুক থেকে সেই ব্রিজেরই এক অন্য রূপ দেখলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই গঙ্গাসফর রাজনৈতিকভাবেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষ করে যখন দ্বিতীয় দফায় হাওড়া ও কলকাতায় ভোট রয়েছে।

এর আগে ঝাড়গ্রামে কনভয় থামিয়ে ১০ টাকা দিয়ে ঝালমুড়ি খেয়ে রাজনৈতিক চর্চায় এসেছিলেন তিনি। যদিও সেই ঘটনাকে 'সাজানো' বলে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের নৌকাবিহার শেষে পানিহাটিতে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের সমর্থনে এবং বারুইপুরে যাদবপুরের প্রার্থীর হয়ে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বাদশতম পর্ব)

এশিয়াতেও এসেছিল । এর পরবর্তীতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রধান নীতি বর্ণাশ্রম ধর্ম বিভিন্ন কারনে হারিয়ে যায়। মহাভারত (আদিপর্ব ১৭৪.৩৮) অনুসারে ভীম এবং সহদেব পুলিন্দ (গ্রীকদের) জয় করেছিল কেননা তার ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে বর্তমান ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির ব্যবহারটাও অপরিসীম । বর্তমান 'নরওয়ে' দেশটির নাম সংস্কৃত শব্দ 'নরক' থেকে এসেছে । 'সোভিয়াত' এসেছে 'শ্বেত' থেকে । 'রাশিয়া' 'ঋষি' থেকে এসেছে, এভাবে সাইবেরিয়া শব্দটিও সংস্কৃত থেকে আগত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

চণ্ডীগড়ে চিন্তন শিবিরে স্মাইল-বেগারি সার্ভে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ২০২৬ সালের ২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল চণ্ডীগড়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত চিন্তন শিবিরে 'স্মাইল-বেগারি সার্ভে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন' চালু করে।

রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ এবং উন্নত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়নকে জোরদার করার লক্ষ্যে এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি 'স্মাইল-বেগারি সাব-স্কিম' (ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বাত্মক পুনর্বাসন বিষয়ক উপ-প্রকল্প)-এর অধীনে তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি সমীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে সক্ষম। এর ফলে তথ্যের নির্ভুলতা, স্বচ্ছতা এবং সঠিক সময়ে রিপোর্ট পেশ সুনিশ্চিত হবে।

এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটির সূচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাশাপাশি বিভিন্ন শহরে রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং কর্মসম্পাদন ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এটি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় যে, এই উদ্যোগটি সরকারের 'ভিক্ষাবৃত্তি মুক্ত ভারত' গড়ার লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ফের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, প্রযুক্তি-চালিত সমাধান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে চিহ্নিত ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করতে মন্ত্রক সচেষ্ট থাকবে, যাতে তাঁরা পূর্ণ মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হরপ্পা সভ্যতার মাতৃকা। ঊষা?

যদি ভয়াভয় মূর্তিতত্ত্বে প্রতিরোধের আদর্শ থাকে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘর্ষর প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। হরপ্পা সভ্যতা দ্রাবিড়ভাষী ছিল, আস্কো পার্পোলা-সহ অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ক্যান্সারজয়ীগণই প্রকৃত যোদ্ধা”: জয়পুরে ‘ক্যান্সারজয়ী দিবস’ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী সি. পি. রাধাকৃষ্ণন আজ জয়পুরে ‘ভগবান মহাবীর ক্যান্সার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র’-এর উদ্যোগে আয়োজিত ২৩তম ‘ক্যান্সারজয়ী দিবস’ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন যে, ‘ক্যান্সারজয়ী দিবস’ হলো অটল আশা এবং মানবাত্মার অসাধারণ সাহসিকতার এক উদযাপন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য তিনি ‘ভগবান মহাবীর ক্যান্সার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র’ এবং ‘কে. জি. কোঠারি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’-এর প্রশংসা করেন। পাশাপাশি, ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্যান্সার চিকিৎসায় হাসপাতালটির অনুকরণীয় সেবার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, তাদের নিবেদিতপ্রাণ ও সহানুভূতিশীল চিকিৎসার মাধ্যমে হাসপাতালটি অগণিত মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ভারতে ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান বোঝা বা প্রকোপের বিষয়টি তুলে ধরে উপরাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন যে, আইসিএমআর -এর ‘জাতীয় ক্যান্সার রেজিস্ট্রি কর্মসূচি’ (ন্যাশনাল ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম) অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর ১৫ লক্ষেরও বেশি ক্যান্সারের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ, চিকিৎসা এবং রোগীর সেবার লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তিনি জানান যে, ‘আয়ুষ্মান ভারত–প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা’-র আওতায় ১৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ৬৮ লক্ষেরও বেশি ক্যান্সার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এই সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭৫ শতাংশই গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা, যা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবধান পূরণে এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকারই পরিচায়ক।

উপরাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জেলা হাসপাতালগুলিতে ‘ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার’ স্থাপন করছে এবং ইতিমধ্যেই ৪৫০টিরও বেশি কেন্দ্র চালু হয়ে গেছে। তিনি ‘জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন’-এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন; যার মধ্যে রয়েছে ‘আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির’-এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় বা স্ক্রিনিং এবং জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ‘অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা’-য় ক্যান্সার-প্রতিরোধী ওষুধ অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জরায়ুমুখের ক্যান্সার (সারভাইক্যাল ক্যান্সার) মোকাবিলার লক্ষ্যে এই বছরের শুরুর দিকে চালু হওয়া দেশব্যাপী এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো এক কোটিরও বেশি কিশোরী ও তরুণীকে টিকার আওতায় আনা। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ‘স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক’ এবং রাজস্থান সরকারের প্রচেষ্টার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উপরাষ্ট্রপতি সারা দেশের ক্যান্সার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আরও জোরালো সমন্বয় এবং পারস্পরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসায় প্রযুক্তির সর্বশেষ অগ্রগতিগুলো অবশ্যই সরকারি ও বেসরকারি—উভয় ধরনের হাসপাতালের মধ্যে কার্যকরভাবে আদান-প্রদান করতে হবে, যাতে চিকিৎসার ফলাফল আরও উন্নত হয় এবং মানসম্মত চিকিৎসার সুযোগ সবার কাছে আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি পেলে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে দেশের লড়াই উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হবে।

তিনি ধূমপান, তামাক সেবন, মাদকাসক্তি এবং অস্বাস্থ্যকর ফাস্ট ফুড খাওয়ার অভ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে জীবনযাত্রার পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক্যান্সারজয়ী বা 'সারভাইভার'দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি তাঁদের 'যোদ্ধা' হিসেবে অভিহিত করেন; যাঁরা অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা ও সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁদের জীবনসংগ্রামের কাহিনি অন্যদের জন্য আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি, তিনি চিকিৎসক ও সেবাকর্মীদের তাঁদের অক্লান্ত সেবা ও সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

হাসপাতালটির ব্যাপক জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে স্ক্রিনিং বা রোগ নির্ণয় কর্মসূচি, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট এবং পথনাটক, শিক্ষামূলক বক্তৃতা ও কমিউনিটি ক্যাম্পের মতো বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ—যা রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

উপরাষ্ট্রপতি সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণে উৎসাহ প্রদান এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেউ যেন একা না হয়ে পড়েন—তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। তিনি মানুষকে ক্যান্সারজয়ী ব্যক্তিদের জীবনকাহিনি থেকে শক্তি সঞ্চয় করার আহ্বান জানান এবং এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করেন, যেখানে ভয়কে জয় করে আশাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি ক্যান্সারজয়ী ব্যক্তিদের সম্মানিতও করেন এবং রোগটিকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁদের সাহস ও মানসিক দৃঢ়তার স্বীকৃতি প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রী হরিভাউ কিসানরাও বাগদে, রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার, ভগবান মহাবীর ক্যান্সার হাসপাতালের চেয়ারম্যান শ্রী নবরত্ন কোঠারি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত নেতানিয়াহু, জানালেন নিজেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইসরাইলের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রথমবারের মতো তার প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) তার বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করার সময় তিনি জানান, গত ডিসেম্বর থেকেই তিনি এই মরণব্যাধির চিকিৎসা নিচ্ছেন।

তবে ইরানের পক্ষ থেকে এই তথ্যকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বা অপপ্রচার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ না দিতেই তিনি এতকাল বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন বলে দাবি করেছেন।

৭৬ বছর বয়সী এই নেতা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়ার কারণে একটি অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। সে সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অস্ত্রোপচারের কথা জানানো হলেও ক্যানসারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহু জানান, চিকিৎসকরা তার প্রস্টেটে এক সেন্টিমিটারেরও কম আকারের একটি ম্যালোন্যান্ট টিউমার বা মরণব্যাধি শনাক্ত করেছিলেন। তবে বর্তমান পরীক্ষাগুলোতে আর কোনো ক্ষতিকর কোষ বা সংক্রমণের লক্ষণ ধরা পড়েনি।

প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতির পাশাপাশি তার চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে দুটি আনুষ্ঠানিক পত্রও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, রোগটি অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা হয়েছিল এবং এটি শরীরের অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়েনি। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত।

নেতানিয়াহু নিজেই সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে আমি এখন সুস্থ। আমার প্রস্টেটে সামান্য একটি চিকিৎসাগত সমস্যা ছিল, যা এখন পুরোপুরি সেরে গেছে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে দুই মাস দেরি করার বিষয়ে নেতানিয়াহু জানান, ইরান ও তার মিত্ররা যেন এই খবরকে ইসরাইলের দুর্বলতা হিসেবে প্রচার করতে না পারে, সেজন্যই তিনি সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মধ্যে নিজের শারীরিক অসুস্থতার খবর শত্রুপক্ষকে বাড়তি কোনো সুবিধায় দেবে না বলেই তিনি বিশ্বাস করেন।

চিকিৎসকদের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই তিনি রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই ঘোষণা দিলেন। বর্তমানে তিনি পূর্ণোদ্যমে তার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করছেন বলে নিশ্চিত করেছে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

চিন্তন শিবির'-এ ভিক্ষাজীবিদের/ আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর যত্ন, পুনর্বাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আদর্শ নির্দেশিকা উন্মোচন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত চণ্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর(ইউটি) অংশগ্রহণে আয়োজিত 'চিন্তন শিবির'-এর সময় ভিক্ষাজীবিদের কেন্দ্র /আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর যত্ন, পুনর্বাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি 'আদর্শ নির্দেশিকা' (মডেল গাইডলাইন্স) উন্মোচন করেছে।

এই নির্দেশিকাটিতে একটি সুসংহত রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে, যা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচ্ছন্নতা, পরিকাঠামো ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, আইনি সহায়তা ও সচেতনতা, শিশু ও লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং জবাবদিহিতা ও তদারকির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়া, উল্লিখিত নির্দেশনাগুলোর অভিন্ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুবিধার্থে—যাতে তা দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সমভাবে কার্যকর হয়—এই নির্দেশিকাটিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আহ্বান জানিয়েছে যেন তারা এই নির্দেশিকাগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে—এর প্রতিটি শব্দ ও মূল ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে—প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে; যার মাধ্যমে সারা দেশের ভিক্ষাজীবিদের কেন্দ্র/আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে বসবাসকারীদের জন্য মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(৩ পাতার পর)

ভোটের পরই চমক! 'ভোটার স্লিপই বাঁচাবে'—বড় দাবি মমতার

তিনি এনআরসি প্রসঙ্গ তুলে ধরে ভোটারদের সতর্ক করতে চাইছেন।

মমতার বক্তব্য অনুযায়ী, ভবিষ্যতে যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে এই ভোটার স্লিপই গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে কাজ করতে পারে এবং নাগরিকদের সহায়তা করতে পারে। এদিন সভাতেও তিনি একই সুরে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমি থাকতে এই রাজ্যে এনআরসি করতে পারবে না। আমি ডিটেনশন ক্যাম্পও বানাতে দেব না।'

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা-কর্মীরাও একই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা ভোটারদের ভোটার স্লিপ সংরক্ষণ করে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। এমনকি অনেকেই স্লিপের প্রতিলিপি বা জেরক্স কপি রাখার কথাও বলছেন, যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে, বিজেপি এই সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করছে।

এদিকে, প্রথম দফার ভোটগ্রহণ নিয়ে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কোথাও পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি। প্রথম দফার ভোট শেষ হলেও রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র আকার নিতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় দফা ঘিরে প্রচার,পাল্টা প্রচার এবং বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিরোধ—সবকিছু মিলিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত।

সিনেমার খবর

অস্কারের তালিকায় 'ডিডিএলজে', কাজলের প্রতিক্রিয়ায় নতুন করে আলোচনায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় প্রেমের ছবি দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে আবারও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনায় এসেছে। সম্প্রতি দ্য একাডেমি অফ মোশান পিকচারস আর্টস অ্যান্ড সাইন্সেস তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভ্রমণভিত্তিক প্রিয় রোমান্টিক চলচ্চিত্রের তালিকায় ছবিটির নাম উল্লেখ করে একটি পোস্ট শেয়ার করেছে।

পোস্টটিতে 'ইউ মি অ্যান্ড টাসকানি', 'দ্য হলিডে', 'ইট প্রে লাভ'-এর মতো ছবির পাশাপাশি ডিডিএলজে'র দৃশ্যও তুলে ধরা হয়। ক্যাপশনে প্রশ্ন রাখা হয়—'ভ্রমণকে ঘিরে আপনার প্রিয় রোমান্টিক সিনেমা কোনটি?

এ পোস্ট নজরে আসতেই ছবিটির অভিনেত্রী কাজল সেটি শেয়ার করে লেখেন, 'আমি ডিডিএলজেকেই ভোট দিচ্ছি'।

সংক্ষিপ্ত এ প্রতিক্রিয়া ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

১৯৯৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি পরিচালনা করেন আদিত্য চোপড়া, যা ছিল তার প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র। প্রযোজনা করেন তার বাবা ইয়াশ চোপড়া। ছবিতে শাহরুখ খান ও কাজলের অনবদ্য রসায়ন দর্শকদের মুগ্ধ করে। মুক্তির পর এটি ব্যাপক সাফল্যও পায়।

গত বছর ছবিটির মুক্তির ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে লন্ডনের লেস্টার স্কয়ারে রাজ-সিমরানের ভঙ্গিতে একটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য উন্মোচন করেন শাহরুখ ও কাজল, যা কোনো ভারতীয় সিনেমার জন্য প্রথম।

'ডিডিএলজে' বিশ্বে দীর্ঘতম সময় ধরে চলমান চলচ্চিত্রগুলোর একটি। মুম্বাইয়ের মারাঠা মন্দিরে এখনো নিয়মিতভাবে এটি প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিটির কাহিনিতে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে প্রেমে পড়া দুই প্রবাসী ভারতীয় তরুণ-তরুণী রাজ ও সিমরানের গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যা পরবর্তীতে পরিবার ও সংস্কৃতির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগোয়।

বিশ্লেষকদের মতে, 'ডিডিএলজে' শুধু একটি চলচ্চিত্র নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—যার প্রভাব পরবর্তী প্রায় সব রোমান্টিক সিনেমায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর্টিস্ট ফোরামের মিটিংয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত অঙ্কুশের, কিন্তু কেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে টেকনিশিয়ানরাও। কিন্তু আর্টিস্ট ফোরামে যোগ দেননি জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। প্রত্যেকে উপস্থিত থাকলেও বৈঠকে দেখা যায়নি অভিনেতাকে।

আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে ৭ এপ্রিল সকাল ১০টায় কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই বৈঠকে অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন অঙ্কুশ হাজরা। সেই পোস্টে অভিনেতা লিখেছেন— আমি ক্ষমাপ্রার্থী আজকের আর্টিস্ট ফোরাম তথা ফেডারেশনের এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারলাম না বলে। তিনি বলেন, আমার পরিবারে একটা মেডিকেল ইমারজেন্সির জন্য আজ (৭ এপ্রিল) আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয় এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেওয়া।

অঙ্কুশ আরও বলেন, তবে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাকে পুরোপুরি সমর্থন করছি আমি। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আগামী দিনে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য।

এদিকে শুধু অঙ্কুশ হাজরা নন মঙ্গলবারের (৭ এপ্রিল) সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি অভিনেত্রী মানসী সিনহাও। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে অভিনেত্রী লিখেছেন— নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণে তিনি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারলেন না; কিন্তু আর্টিস্ট ফোরামের নেওয়া সিদ্ধান্তকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করছেন।

তিনি আরও বলেন, তিনি নিজেও বহু অবহেলার শিকার হয়েছেন। মেনে নিয়েছেন তিনি। তবে আজ (মঙ্গলবার) তার মনে হচ্ছে, সেটি ভুল হয়েছে, অনেক আগেই প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে এমন ভুল আর হবে না বলেও জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

উল্লেখ্য, অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা গত বছর 'রক্তবীজ ২' সিনেমায় অসাধারণ অভিনয় করেন। সেই সিনেমায় অভিনেতা খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চলতি বছর মুক্তি পায় অভিনেতার 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল'। কিন্তু এ সিনেমাটি দুর্ভাগ্যবশত বক্স অফিসে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি।

মানুষ আমার কঠোর পরিশ্রম দেখেছেন: শিল্পা শেঠি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ১৯৯৩ সালে 'বাজিগর' সিনেমায় শাহরুখ খান ও কাজলের সঙ্গে অভিনয় করে জনপ্রিয় হন। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। একের পর এক অভিনয়ের প্রস্তাব পেতে থাকেন তিনি। ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন একজন অন্যতম নির্ভরযোগ্য অভিনেত্রী হিসেবে। সম্প্রতি 'টুমরো, টুডে শো'র অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছেন তার কঠোর পরিশ্রম আর সাফল্যগাথা দিনের কথা।

কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি—সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন শিল্পা শেঠি। সেই ঘটনার স্মৃতি তুলে ধরে অভিনেত্রী বলেন, একবার শুটিং চলাকালে গুরুতরভাবে পিঠ পুড়ে গিয়েছিল তার। আমার মনে আছে, একটি শটে এইচএমআই লাইটে আমার পিঠ পুড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, শট অনুযায়ী, আমাকে ফ্রেমের বাইরে যেতে হয়েছিল এবং পেছনে থাকা আলোটা আমার গায়ে লেগেছিল। পুড়ে যাওয়ার মুহূর্তে সেটা বোঝা যায় না, পরে যখন জ্বালা শুরু হয়, তখন বুঝতে পারি।

অভিনেত্রী বলেন, পরদিনও আমি শুটিংয়ে হাজির হই। পোশাক পরার কথা ছিল, কিন্তু পিঠে পোড়ার জন্য সেটা পরতে পারিনি। তাই সামনে থেকে ড্রেসটা পরে থ্রেড দিয়ে সেলাই করে নিতে বলেছিলাম, যাতে চেন লাগাতে না হয়। আমি জীবনে এতটাই কঠোর পরিশ্রম করেছি, যাতে আমার কারণে অন্য কারও ক্ষতি না হয়।

শিল্পা শেঠি বলেন, আমি কাজ পেয়েছি। কারণ মানুষ আমার কঠোর পরিশ্রম দেখেছেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি আমার কাজ ডেলিভারি করেছি এবং আমি উপস্থিত থেকেছি। তার এ বক্তব্যেই পরিষ্কার ক্যারিয়ারের শুরু থেকে তিনি পেশাদারত্বকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন।

উল্লেখ্য সম্প্রতি শিল্পা শেঠিকে দেখা গেছে রোহিত শেঠির 'ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স' সিনেমায়। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে কন্নড় সিনেমা 'কেডি: দ্য ডেভিল'। এ সিনেমায় তার সঙ্গে অভিনয় করছেন সঞ্জয় দত্তসহ একঝাঁক তারকা।

‘নিজের দায়িত্বটা জানতাম’, রান তাড়ায় দলকে জিতিয়ে কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ২০০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আরও একবার নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিলেন বিরাট কোহলি, খেললেন ম্যাচ জেতানো ইনিংস। ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতার পর তিনি জানিয়েছেন, এই বিশাল লক্ষ্য তাড়া করার সময় তার মাথায় ঠিক কী পরিকল্পনা কাজ করছিল।

গুজরাট টাইটান্সের ২০৫ রান ৭ বল আগে পেরিয়ে ৫ উইকেটে জেতে বেঙ্গালুরু। দলের চাহিদা মিটিয়ে ৪৪ বলে খেলেন ৮১ রানের ইনিংস। কোহলি জানান, বড় লক্ষ্য তাড়া করার সময় শুরুতেই আক্রমণাত্মক হওয়া সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নয়, ‘সত্যি বলতে, শুরুতে আমাদের উইকেটটা একটু বুঝে নিতে হয়েছিল। কারণ একদিকে যেমন ওদের বোলিং আক্রমণ বেশ শক্তিশালী, তেমনি আমরা জানতাম বেঙ্গালুরুতে ২০০ রান তাড়া করার সময় স্রেফ একটি ভালো পার্টনারশিপই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।’

দেবদূত পাড়িকালের সঙ্গে ব্যাটিং করার সময় নিজের ভূমিকা নিয়ে কোহলি বেশ সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন, ‘দেব (পাড়িকাল) প্রথম বল থেকেই দুর্দান্ত খেলছিল। ও যখন বোলারদের ওপর চড়াও হচ্ছিল, তখন আমার দায়িত্ব ছিল অন্য প্রান্ত আগলে রাখা। আমি চেষ্টা করছিলাম যাতে ও কোনো চাপ অনুভব না করে। আমার কাজ ছিল ঠিক সময়ে বাউন্ডারি মেরে রানের গতি বজায় রাখা।’

কোহলি আরও যোগ করেন যে, তাদের মধ্যকার সেই পার্টনারশিপই শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

উইকেটের সুবিধা নিয়ে কোহলি বলেন, ‘বোলারদের কাছ থেকে ফিডব্যাক ছিল যে পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ ভালো। স্পিনারদের বল খুব একটা গ্রিপ করছিল না। তাই আমি জানতাম, একবার যদি থিতু হওয়া যায় এবং বোলারদের ওপর চড়াও হওয়া যায়, তবে রান তোলা সহজ হবে। আমাদের পরিকল্পনা ছিল স্পষ্ট—কোনো দ্বিধা না রেখে নিজেদের সহজাত খেলাটা খেলে যাওয়া।’

নিজের ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দলের ওপর আস্থার কথা জানিয়ে কোহলি বলেন, ‘আমাদের ব্যাটিং লাইনআপে টিম ডেভিড, রোমারিও এবং ক্রুনালের মতো ক্রিকেটার থাকায় আমরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস পাই। আমি জানতাম পেছনে অনেক বড় বড় হিটার আছে, তাই আমি নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে ইনিংসটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি।’

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রেকর্ড প্রাইজমানি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নারী ক্রিকেটের বিকাশে বড় অগ্রগতি হিসেবে ২০২৬ আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য রেকর্ড পরিমাণ প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে মোট প্রাইজমানি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৮৭ লাখ ৬৪ হাজার মার্কিন ডলার, যা আগের আসরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। ২০২৪ বিশ্বকাপে এই অঙ্ক ছিল প্রায় ৭৯ লাখ ৫৮ হাজার ডলার।

প্রথমবারের মতো ১২ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে প্রায় ২৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার, আর রানার্সআপ দল পাবে প্রায় ১১ লাখ ৭০ হাজার ডলার। সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া দুই দল পাবে প্রায় ৬ লাখ ৭৫ হাজার ডলার করে।

এছাড়া গ্রুপ পর্বে প্রতিটি জয়ের জন্যও থাকবে আর্থিক প্রণোদনা। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া প্রতিটি দলই ন্যূনতম প্রায় ২ লাখ ৪৭ হাজার ডলার নিশ্চিতভাবে পাবে।

বাছাইপর্ব পেরিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ নারী দলও। শুধু অংশগ্রহণ করলেই দলটি পাবে প্রায় ২ কোটি ৭১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

আইসিসির প্রধান নির্বাহী সঞ্জোগ গুপ্ত এই উদ্যোগকে নারী ক্রিকেটের দ্রুত অগ্রগতির প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, দলসংখ্যা বৃদ্ধি ও রেকর্ড প্রাইজমানি নারী ক্রিকেটকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও বৈশ্বিকভাবে শক্তিশালী করে তুলবে।

আগামী ১২ জুন বার্মিংহামের এজবাস্টনে শুরু হবে এই বিশ্বকাপ। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা।

বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে চোটে রোমেরো, যা জানা গেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে হারের পর টেবিলে ১৮তম স্থানে নেমে গেছে টটেনহ্যাম হটস্পার। এতে করে রেলিগেশনের গ্যাড়াকলে পড়েছে ক্লাবটি। আর এই ম্যাচে চোটে পড়েন দলটির আর্জেন্টাইন সেন্টারব্যাক ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। এতে করে আসন্ন বিশ্বকাপে রোমেরোর অংশগ্রহণ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।

তবে, টটেনহ্যাম হটস্পার জানিয়েছে, সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে হাঁটুতে চোট পেয়ে আগামী পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের জন্য মাঠের থাকতে হবে রোমেরোকে। সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে নিজ দলের গোলরক্ষক আন্তোনিন কিনস্কির সাথে ধাক্কা লেগে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় তাকে। মাঠ ছাড়ার সময় রেমেরোর চোখে জল ছিল।

স্পার্স ডিফেন্ডারের এই চোট দেখে বেশ গুরুতর মনে হলেও, ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে কোনো পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেননি কোচ রবার্তো ডি জার্বি।

আর্জেন্টাইন সাংবাদিক মার্টিন আরেভালো জানিয়েছেন, রোমেরোর হাঁটুর চোট এতটাই যে তাঁকে অন্তত পাঁচ থেকে আট সপ্তাহ মাঠের বাইরে কাটাতে হতে পারে।

আরেভালো আর্জেন্টিনার জন্য একটি সুখবরও দিয়েছেন, জুনে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে রোমেরো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। এ খবরে স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন আর্জেন্টাইন ভক্তরা।

তবে, টটেনহ্যাম সমর্থকদের জন্য এটি কোনোভাবেই ভালো সংবাদ নয়। এতদিন লিগে মাত্র ছয়টি ম্যাচ বাকি থাকতে রেলিগেশন জোনে থাকা টটেনহ্যামের টিকে থাকার লড়াইয়ে রোমেরোর অনুপস্থিতি এক বিশাল বড় দুঃসংবাদ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR